ভূমিকা

সমাজ ও দেশের জলবায়ু তথা আবহাওয়ার প্রথম সতর্ক কিংবা অনুমান করে দেন ছোটগল্পের সাহিত্যিকরা। তাই তো বিশ শতকের চল্লিশের দশকে মন্বন্তর, নিষ্প্রদীপ, বিমান আক্রমণ, কন্ট্রোল, রেশনিং, মিলিটারি সাপ্লাই, যুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার সমাজ জীবনের অধোগতি, অর্থনীতিক বিপর্যয়, নৈতিক মূল্যবোধের বিনাশ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু স্রোত— এই সময়ের বিপর্যয়ের ঘটনাগুলি প্রথম ছোটগল্পকাররা তাঁদের গল্পে ও কাহিনিতে তুলে আনেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বারুদের বিস্ফোরণ ও ধূমায়িত আগুন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সমর কেন্দ্র পূর্বভারতের গায়ে আঁচ লেগেছিল— এই সময়কালের ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পে তা ধরা পড়েছিল। তাই তো এই সময় পর্বে যাঁরা গল্প লেখায় হাত দিয়েছিলেন, সাহিত্য-চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোড়িত বিপর্যস্ত যুগের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। এই পর্বের সামাজিক বাতাবরণ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ এবং এই বাতাবরণ তাঁদের দৃষ্টিকে কিছুটা ব্যাহত, কিছুটা তীক্ষ্ণ, কিছুটা আবিল করে তুলেছিল।

আর তাই বলেই কল্লোল-কালিকলমের ছোটগল্পের লেখকরা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও ভারতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন সত্ত্বেও মাটোমুটি যে শান্তি ও সুস্থিতির মধ্যে গল্প লিখতে পেরেছেন, তার অনুপস্থিতি এই সময়ের লেখকদের দৃষ্টিকে করেছে তীক্ষ্ণ, সৃষ্টিশীল মনকে করেছে বিক্ষুব্ধ। হয়তো সকলের লেখায় বারুদের গন্ধ নেই, কিন্তু জুঁইফুলের গন্ধ সেদিনের আকাশে বাতাসেও আবার ছিল না। আর সে কারণেই স্বরবৃত্তকাল তার সমস্ত বিক্ষোভ, অশান্তি, ও জীবন-জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর রেখে গেছে এই কালের ছোটগল্প। আমাদের সমাজে এই পর্বে পরিবর্তন যত দ্রুত ও অসংখ্য, তা আর কোনো পর্বে নয়। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের কতো ভাঙাগড়া, কতো সমস্যা, কতো অসাধারণ ব্যতিক্রম— সবকিছু মিলে যে পরিবর্তনের প্রবল প্রবাহ, তা গল্পকারদের কৌতূহলকে জাগ্রত ও বোধশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। সু-প্রচলিত বিধিনিয়ম শিথিল হয়েছে, কতো উৎকেন্দ্রিকতা ও অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে, কতো সূক্ষ্ম অতৃপ্তিতে মানুষ পীড়িত ও কতো রুচিবিকারে নতুনের স্বাদ প্রত্যাশা, কতো নতুন শপথ আর

অঙ্গীকারে জীবন সংগ্রামের নতুন রূপ— যুদ্ধপূর্ব যুগে তা ছিল অচিন্তনীয়। যুদ্ধের ফলে নৈতিক মূল্যবোধের কি গভীর বিপর্যয়, যুদ্ধ যেন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প। তার ফলে ভদ্রতার আবরণ, নীতির রক্ষাকবচ, পারিবারিক মান-সম্ভ্রম, মায়া-মমতা, আনুগত্য, যুগ-যুগান্তরের ধর্ম-সংস্কার সবই অবক্ষয়ের দিকে মোড় নিয়েছিল। কিন্তু তারই মাঝে শোনা যায় নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন আর শপথের উচ্চারণ। জাপানী আক্রমণ (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরে বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রণাঙ্গনে সমর যোজনের মঞ্চ রূপে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার (১৯৪১-১৯৪৫), দাঙ্গা (১৯৪৬), আজাদ হিন্দ আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭), বাংলার জনজীবনে দশ বছরে যে বিপর্যয় ঘটলো পূর্ববর্তী এক শতাব্দীতে তা ঘটেনি। অর্থাৎ বলা যায় এই দশ বছরে বাঙালির জন্মান্তর ঘটলো, শত প্রয়াসেও আর আমরা তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতি জীবনে ফিরে যেতে পারিনি। শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিক যুগের অবসান, কল্লোলীয় বোহেমীয় পালার নাশ, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-মুগ্ধতার অবসান— এই পটভূমিতেই এলেন তরুণ গল্প লেখকরা। রক্ত আর শবদেহ মাড়িয়ে, মানবিক মূল্যবোধের বিসর্জনের সাক্ষী থেকে আর্থিক বিপর্যয়ে ও দেশভাগের ধাক্কায় শেকল ছেঁড়া নোঙরহীন নৌকার মতো তারা জগৎ ও জীবনকে ব্যক্তি ও সমাজকে নতুন করে দেখেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন সেই ধারারই একজন ছোটগল্পকার। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতায় তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলা ছোটগল্পের আঙিনায় এক অন্যমাত্রা পেয়েছে। ছোটবেলা থেকেই পড়ার প্রতি সুগভীর মনোযোগী ছিলেন বলেই শৈশব থেকেই সাহিত্যে তাঁর রুচিবোধ জন্মায়। এছাড়া বাংলার বাইরে ওড়িশায় তাঁর জন্ম বলে সেখানকার ভাষা এ সংস্কৃতি এবং তাদের জীবন আলেখ্য লেখককে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অন্নদাশঙ্কর আই.সি.এস-এর শিক্ষানবিস রূপে যখন ইংল্যান্ডে প্রবাসে ছিলেন তখন ‘বিচিত্রা’য় ধারাবাহিক ভাবে ‘পথে প্রবাসে’ প্রকাশিত হয়। এই ভ্রমণকাহিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন প্রতিভার প্রবেশ বার্তা ঘোষণা করে। সেই সময়ই অন্নদাশঙ্কর ইংল্যান্ডে থেকে ‘দুজনায়’ নামে একটি ছোটগল্প পাঠান ‘বিচিত্রা’য়। ‘পথে প্রবাসে’র লেখকের গল্প হিসেবে সম্পাদক সেটি সমাদরের সঙ্গে প্রকাশ করেন। ছোটগল্প লেখায় এটিই অন্নদাশঙ্করের প্রথম

প্রয়াস। তবে সে সময় বাংলা ছোটগল্পের আঙিনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখের বিচরণ থাকলেও অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প তাঁদের লেখার শৈলী ও বিষয়বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কারণ কিশোর বয়স থেকেই অন্নদাশঙ্কর প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের লেখা ও সাহিত্য পাঠকের জানার কৌতূহলকে নিবৃত্তি করেছিলেন। এরপর ইংল্যান্ডে গিয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেশে ফিরে প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন। আর প্রশাসক থাকাকালীন তাঁর সময়েই একে একে ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো ট্র্যাজিক ঘটনা। যদিও তিনি এই সমস্ত বিপর্যয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিতার সঙ্গে দক্ষ প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর একজন এমন ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন। শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের দক্ষতার সঙ্গে দিয়ে গেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছড়ার মতো এক একটি রচনা সম্ভার। তাই তো তাঁকে বলা হয় ‘বিশ শতকের শেষ বাঙালি মনীষী’।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোটগল্পে সমকালীন জীবন ও শিল্পী সত্তার অন্বেষণে আমি অন্নদাশঙ্করের জীবন বৈচিত্র্য ও জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর মোট একানব্বইটি গল্পের মাধ্যমে শিল্পীসত্তার অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা করেছি। যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সমকালীন সমাজ কীভাবে তাঁর গল্পের কাহিনি ও বার্তা বদলে দিয়েছিল সে দিকটিকে যেমন তুলে আনার চেষ্টা করেছি, তেমনি কেন অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি প্রথাগত ধারার থেকে অন্য ধরনের সেই অভিনবত্বের দিকটিকেও আমরা এখানে দেখিয়েছি। আর বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের এই অভিসন্দর্ভকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। প্রথম অধ্যায়ে (অন্নদাশঙ্কর রায় : জীবন ও সাহিত্য) আমরা অন্নদাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্যকে দেখাতে গিয়ে তুলে ধরেছি কেমন করে তিনি নানান প্রতিকূল ও ব্যস্ত জীবনের মধ্যে থেকেও সাহিত্যকে ভালোবেসে তিনি নিরলস ভাবে লিখে গেছেন সেই দিকটিকে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে (ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ও ছোটগল্প সম্পর্কে

অন্নদাশঙ্কর) প্রথাগত ছোটগল্পের ধারা থেকে কোথায় অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পের ভাবনার অভিনবত্ব সেই দিকটিকে তুলে ধরেছি। তাই এই অধ্যায়ে আমরা ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার পাশাপাশি ছোটগল্প সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের ধারণা ও বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে উদাহরণ স্বরূপ তাঁর ছোটগল্পের দৃষ্টান্তকে তুলে ধরেছি। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে (অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প : প্রবাসী বাঙালি জীবন) অন্নদাশঙ্করের বেড়ে ওঠা বাংলার বাইরে সুদূর ওড়িশায়, এরপর আই.সি.এস পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর বিলেতে থাকা— এই জীবন পর্বের মাঝে নানান প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে মেশা ও জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করা— এই সমস্ত দিকগুলিকেই আমরা তাঁর ছোটগল্প থেকে তুলে এনেছি। আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ে (অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোটগল্প : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশভাগের প্রতিফলন) আমরা অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প থেকে তুলে এনেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার কাহিনি। যেখানে রাজনৈতিক নানান জটিলতা ও প্রতিকূল অবস্থার কথাও উঠে এসেছে সেই সময়কার উত্তাল আবহের মাঝে। যে সময় অন্নদাশঙ্কর নিজেই একজন ইংরেজ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ে (অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প : নারী ভাবনার বিবর্তন) আমরা অন্নদাশঙ্করের নারী ভাবনার ও নারী জাগরণের বিভিন্ন দিক তাঁর ছোটগল্প অবলম্বনে তুলে আনার চেষ্টা করেছি তাঁর শিল্পীসত্তা অন্বেষণ করতে গিয়ে। আমাদের শেষ অধ্যায়ে (অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প : আঙ্গিক বিচার) আমরা ছোটগল্পের কাহিনি, প্লট ও সমাপ্তি ভাবনা নিয়ে তাঁর ছোটগল্পের উদাহরণ টেনে দেখিয়েছি কোথায় অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্প আঙ্গিকে বিচারেও মৌলিকত্ব ধরে রেখেছে।

আসলে অন্নদাশঙ্কর জীবনকে ও সমাজকে সুনিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ছোট থেকেই নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে। তিনি একসময় নিজেকে অমর করে রাখার বাসনায় মত্ত করে রেখেছিলেন আর এই অমরত্ব কেমন করে পাওয়া যাবে তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ভেবেচিন্তে সাহিত্যকে নিজের বাসনা করে নেন।